অসমে পঞ্জিকরণ নিয়ে মোদিকে চিঠি মান্নানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ প্রতিবেশী অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন বিরোধী নেতা আবদুল মান্নান। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ও পর্যবেক্ষণে হওয়া এই পঞ্জিকরণ যাতে নিরপেক্ষ ও ঠিকভাবে হয় সে বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন। মান্নান সাহেব চিঠিতে বলেন, অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই বিষয়টি নিয়ে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিশেষত বাঙালিরা এই ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ১৯৭১ সালের আগে বসবাসের নথিপত্র দেশের বহু মানুষের কাছেই নেই। কারণ তখন সর্বত্র এমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে অসমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষর কাছে অনেক বাঙালিকে হেনস্তা হতে হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী নেতার অনুরোধ, এই ক্ষেত্রে ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে কোনো বৈষম্য যেন না হয়।

অন্যদিকে, অসমের আদলে এই রাজ্যেও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি তৈরির দাবি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের হাল অসমের চেয়ে খুব একটা ভালো নয়। এই রাজ্যেও বহু বাংলাদেশি বেআইনিভাবে বসবাস করছেন। তাঁদের পিছনে রাজনৈতিক মদত আছে। অসমের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি নিয়ে ইতিমধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, অসম যাঁদের রাখবে না, তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হবে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ‘অসমে জনসংখ্যার চরিত্র যেভাবে বদলেছে, পশ্চিমবঙ্গেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। এই কারণেই এখানে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি তৈরি জরুরি বলে আমরা মনে করি। খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করব।’

ট্র্যাক্টরে চাপা পড়ে মৃত্যু দুই যুবকের

বর্ধমান, ১১ জানুয়ারি ঃ রাতে খাদান থেকে বালি কাটতে গিয়ে উলটে যাওয়া ট্র্যাক্টরের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল দুই যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের গলসির লোয়া রামগোপালপুর পঞ্চায়েতের শিল্যাঘাট এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে। তারাই খবর দেয় গলসি থানায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে এদিনই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম নিমাই বাগদি (৩০) ও গেঁড়া বাগদি (২৫)। মৃত দুজনেরই বাড়ি গলসির কুমারপুর গ্রামে। ট্র্যাক্টর আটক করে পুলিশ মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নিমাই ও গেঁড়া দুজনই কার্তিক গুপ্ত নামে এক ব্যক্তির অধীনে বালি কাটার কাজ করত। শিল্যাঘাট থেকে বালি কাটার কোনো বৈধ কাগজপত্র কার্তিকের নেই বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কার্তিক এলাকার কিছু যুবককে নিয়ে প্রতিদিনই রাতের অন্ধকারে বালি চুরি করে নিজের বাজারে বিক্রি করত। বুধবার রাতে কার্তিকের কথামতো নিমাই ও গেঁড়া শিল্যাঘাটে যায় অবৈধভাবে বালি কাটতে। বালি তোলার সময় অন্ধকারে হঠাৎ ট্র্যাক্টর উলটে গেলে দুজনই সেখানে চাপা পড়ে মারা যায়। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা খাদান চত্বরে মৃত অবস্থায় তাদের পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, ট্র্যাক্টর আটক করা হয়েছে। ঘটনারও তদন্ত শুরু হয়েছে।

এসডিপিওর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি

বর্ধমান, ১১ জানুয়ারি ঃ মাদক মামলায় সাক্ষ্য দিতে হাজির না হওয়ায় নদিয়ার তেহট্টের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কার্তিকচন্দ্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করল বর্ধমান আদালত। বুধবার মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতের বিচারক মীনা সরকার এই নির্দেশ দিয়েছেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হওয়ায় জেলা পুলিশ মহলে এই নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। সেদিন তাঁকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বর্ধমানের পুলিশ সুপারকে।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের ২২ আগস্ট বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে হেরোইন উদ্ধার করে ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আবু বক্কর সিদ্দিকি মিয়াঁ, জাকির বেগ, অমর মাহাতো, সুকুমার লামাকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার সময় এর দায়িত্বে ছিলেন বর্ধমানের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কার্তিকচন্দ্র ঘোষ। বুধবার আদালতে তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আইন শৃঙ্খলার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ দেখিয়ে তিনি আদালতে হাজির হননি। সরকারি আইনজীবীও তার এই গরহাজিরার কথা উল্লেখ করেন। বিচারক জানান, এর আগেও বেশ কয়েকবার তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাজির হননি। ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে জেল খাটছেন, তাই সাক্ষ্যদান নিশ্চিত করতেই এই গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সামনেই পৌষ সংক্রান্তি। তাই ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করার কাজ চলছে। বাঁকুড়ার ওন্দাতে রূপেশ খানের তোলা ছবি।

ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুনের চেষ্টা

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ উত্তর ২৪ পরগনায় প্রকাশ্য রাস্তায় এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে মিনাখার বাসিন্দা সমীরণ পাত্রকে গুলি করে পালায় বাইক আরোহী দুই দুষ্কৃতী। আহত ব্যক্তি বর্তমানে কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ এদিন পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি বলে জানা গিয়েছে। বুধবার রাতে মিনাখার বাসিন্দা সমীরণবাবু তাঁর ভাইকে নিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় হাড়োয়া রোডের শ্যামলা বাজারের কাছে তাঁদের পথ আটকায় দুই দুষ্কৃতী। তারা সমীরণবাবুকে বাইক থেকে নামিয়ে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এই সময় সমীরণবাবুর ভাই বাইক থেকে নেমে পালিয়ে যান। এরপর পরপর তিনবার তারা সমীরণবাবুকে লক্ষ করে গুলি চালায়। প্রথম দুটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও তৃতীয় গুলিটি সমীরণবাবুর বুকের ডানদিকে গিয়ে লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারা গুলির আওয়াজ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে আহত সমীরণবাবুকে উদ্ধার করে তাঁকে হাড়োয়া হাসপাতালে ভরতি করেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

দুর্ঘটনা আটকালেন দুই রেলকর্মী

আসানসোল, ১১ জানুয়ারি ঃ রেললাইন পরীক্ষা করার সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের পানাগড় ও রাজবাঁধ স্টেশনের মাঝে আপ রেললাইনে ফাটল ধরলেন আসানসোল ডিভিশনের দুই রেলকর্মী পেট্রোলম্যান কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল ও গৌতম বিশ্বাস। দুই কর্মীর কাছ থেকে খবর পেয়ে এলাকায় আসেন ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়াররা। দুর্ঘটনা ঠেকাতে ওই আপ লাইনে দুপুর ১.১০ মিনিট থেকে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রেলকর্মীরা দ্রুততার সঙ্গে রেললাইনের ফাটল মেরামত করেন। এরপর দুপুর ২.৪৫ মিনিট থেকে আবার ওই লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। আসানসোলের ডিআরএম পি কে মিশ্র দুই কর্মীর তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ও বলেছেন, তাঁদের দেখে অন্য কর্মীরা উৎসাহিত হবেন। রেলের দাবি, দুই কর্মীর চোখে সঠিক সময় লাইনে ফাটল ধরা পড়ায় একদিকে যেমন বড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে, তেমনি ট্রেনের যাত্রীরা রক্ষা পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে ডি-লিট

মমতা বললেন, এ সম্মান মাথায় তুলে রাখব

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাম্মানিক ডি-লিট দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান জানানো হয়। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যতটা না ছিলেন উচ্ছ্বসিত, তার থেকে অনেক বেশি ছিলেন অভিমানী। তাঁকে ডি-লিট দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে যত বিতর্ক হয়েছে, তাই মুখ্যমন্ত্রীকে অভিমানী করে তুলেছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, ডি-লিট গ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর মনকষাকষি হয়েছে। কারণ, এই নিয়ে তাঁকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তবু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যে সম্মান দিয়েছে, তা তিনি মাথায় তুলে রাখবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি ওই সম্মান গ্রহণ করলেও বাস্তবে তা ব্যবহার করবেন না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এখানে এসে আমি গর্ববোধ করছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে সম্মান দিয়েছে, তা পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। এমন সম্মান পাব কোনোদিন ভাবিনি। এই ডি-লিট পাওয়া নিয়ে আমাকে অসম্মানও করা হয়েছে। আমার জীবন অবহেলা, অসম্মানের। আমার জীবন খুব সাধারণ। আমার জীবন লড়াই, সংগ্রামের।’

ডি-লিট প্রদানের মঞ্চ থেকেও মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণের সুযোগ ছাড়েননি। কেন্দ্রের শাসকদলের নাম না করেও তিনি বলেন, ‘দেশজুড়ে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। দেখতে হবে ইতিহাসকে যেন বিকৃত করা না হয়।’ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি অনুষ্ঠানে নিয়ম করে তাঁর বক্তৃতায় কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলছেন। বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানও তার ব্যতিক্রম ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে বলেন, ‘আমাদের সহিষ্ণু হতে হবে। আমাদের দেশ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দেশ। সহনশীলতা সবথেকে বড়ো গুণ।’ শুধু রাজনীতির কথা না বলে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নততর মানুষ তৈরি করে বিশ্বের দরবারে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুক।’ এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই সম্মান তুলে দেন। মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল এমকে নারায়ণন। তাঁকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার দেওয়া হয়। রাজ্যপাল সেখানে বলেন, ভবিষ্যতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব চিন্তাধারায় চলবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ১৯ জনকে এদিন স্মারক দেওয়া হয়। এবছরই শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াত স্ত্রীর নামে বাবলি চট্টোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি চালু হল। ইংরেজি এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী সুপ্রিয় দাসকে সেই বৃত্তি দেওয়া হয়। কয়েকদিন আগে পার্থবাবু এই বৃত্তি চালু করার জন্য ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ঠিক হয়েছে, প্রতি বছর সুদবাবদ যত টাকা পাওয়া যাবে তা থেকেই ওই বৃত্তি দেওয়া হবে। এবছর যেহেতু এখনও সুদবাবদ কোনো অর্থ পাওয়া যায়নি, তাই পার্থবাবু বৃত্তি দেওয়ার জন্য বাড়তি ৪০ হাজার টাকা দিয়েছেন। সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বিধাননগরে চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্নর বাড়িতে যান। সেখানে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যাশিতভাবেই বিরোধীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীকে ডি-লিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের অবমাননা।’ তাঁর অভিযোগ, বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ হয়েছে। অতীতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের তাঁবেদারি করেনি, যা এখন হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে ডি-লিট দেওয়ার সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই দেন। তিনি বলেন, ‘জ্যোতিবাবুকে যখন ডি-লিট দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না।’ একই সুরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে।’ বিরোধীদের এই অভিযোগের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীকে ডি-লিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কন্যাশ্রী প্রকল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন, আমজনতার জন্য যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তার যোগ্য সম্মান দিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।’

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যে সম্মান দিয়েছে, তা তিনি মাথায় তুলে রাখবেন। তিনি ওই সম্মান গ্রহণ করলেও বাস্তবে তা ব্যবহার করবেন না।

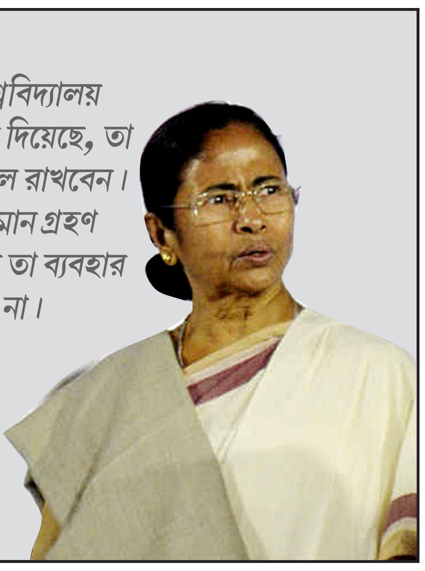

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডি-লিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে যে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল, তার শুনানি এদিন সকাল থেকে শুরু হয়। কিন্তু ১টা বেজে গেলে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এদিনের মতো শুনানি মুলতুবি করে দেয়। শুক্রবার ফের ওই মামলার শুনানি হবে।

পাঁচটি পথ দুর্ঘটনায় হত ৪

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় পাঁচটি পথ দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন সাত জন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে বৃহস্পতিবার ভোরে দুটি লরির মধ্যে রেষারেষির জেরে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি ঝুপড়িতে ঢুকে যায়। তার ফলে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ঝুপড়িবাসী দুই মহিলার মৃত্যু হয়। পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে। কলকাতার মানিকতলা থানা এলাকার খান্নামোড়ে দুটি বেসরকারি বাসের রেষারেষির সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে অদিতি গুহ নামে এক মহিলা পড়ে যান। সেই সময় একটি বাস অপর বাসটিকে ওভারটেক করতে গিয়ে তাঁকে পিষে দেয়। দুর্ঘটনার পর দুটি বাসের চালক ও কনডাক্টর পালাতে গেলে স্থানীয় লোকেরা তাঁদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অদিতিদেবীকে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পূর্ব কলকাতার এন্টালি থানা এলাকার সিআইটি রোডের উপর লেডিস পার্কের কাছে বেসরকারি বাসের ধাক্কায় সুদীপ্ত চক্রবর্তী নামে একজনের মৃত্যু হয়। তিনি ওই সময় জুতো কিনে ফিরছিলেন। হঠাৎই তাঁর মোবাইলটি পকেট থেকে পড়ে গেলে তিনি সেটি তুলতে যান। সেইসময় তীব্র বেগে আসা একটি বেসরকারি বাস তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাকি দুটি দুর্ঘটনার মধ্যে একটি ঘটে বিধাননগরের নিউটাউন থানা এলাকায়। সেখানে করুণাময়ী থেকে ধুলাগড়গামী একটি বেসরকারি বাস একটি স্কুলবাসকে ধাক্কা মারলে স্কুলবাসের ৬ আরোহী আহত হন। আহতদের মধ্যে ওই বাসের চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অপর দুর্ঘটনাটি ঘটে ভিআইপি রোড সংলগ্ন শ্রীভূমিতে। লেকটাউন থেকে বাইকে করে সন্তানকে নিয়ে ফিরছিলেন এক ব্যক্তি। সামনে একটি গাড়ি হঠাৎ চলে আসায় তিনি বাইক থামানোর চেষ্টা করলে বাইকের পিছনে বসে থাকা তাঁর মেয়ে ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর জখম হয়।

ফেনসিডিল আটক, ধৃত

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ বৃহস্পতিবার ভোরে কলকাতার হেস্টিংস থানার অন্তর্গত সেন্ট জর্জেস গেট রোড থেকে কাফসিরাপ বোঝাই একটি ট্রাকসহ এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। আটক ওই ট্রাকটিতে তল্লাশি চালিয়ে ফেনিসিডিল নামে একটি কাফ সিরাপের ১১ হাজার বোতল উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযুক্ত টল মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে হেস্টিংস থানার পুলিশ কাফসিরাপ বোঝাই ওই ট্রাকটিকে আটক করে টল মণ্ডলকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কাফসিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। নেশার দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত এই সিরাপ করিমগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

জলের এটিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার কলকাতা সহ রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় জলের এটিএম চালু করছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গ্রাম বাংলার মানুষকে সস্তার বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার জন্য এই প্রয়াস। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), বিশ্বব্যাংক ও একটি জাপানি সংস্থার সহায়তায় এই এটিএম বসছে। নদীর জল শোধন করে তা এটিএমের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। বিশেষত গ্রাম বাংলার শিক্ষায়তন, হাসপাতালগুলিতে তা চালু করার কথা ভাবছে সরকার। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ৫০টি জলের এটিএম চালু হবে বলে জানা যায়।

প্রস্তুতি ।। *কুমোরটুলিতে জোরকদমে চলছে সরস্বতীমূর্তি গড়ার কাজ। ছবি ঃ তথাগত চক্রবর্তী*

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে রহস্যমৃত্যু খণ্ডঘোষের যুবকের

বর্ধমান, ১১ জানুয়ারি ঃ ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে ফের রহস্যজনক মৃত্যু হল বাংলার এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম বজরুল মল্লিক (১৮)। পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লাপাড়ায় বসবাস মৃত যুবকের পরিবারের। মাসে বারো হাজার টাকা বেতন মিলবে এই আশায় গত আট মাস আগে তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে তিরুধুনাগরে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে গিয়েছিল বজরুল মল্লিক। বুধবার বিকেলে সেখান থেকে বেরুগ্রাম মোল্লাপাড়ায় বজরুলের বাড়িতে ফোন আসে। ফোনে বলা হয়, বজরুল ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছে। বহু চেষ্টা করেও এরপর থেকে তিরুধুনাগরের আর কারোর সঙ্গে বজরুলের পরিবার যোগাযোগ করতে পারছে না। এমনকি যে দুই বন্ধুর সঙ্গে বজরুল ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিল তাদের সঙ্গেও কোনোরকম যোগাযোগ করতে পারছে না বজরুলের পরিবার। এরপর থেকেই চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন মল্লিক পরিবারের সদস্যরা।

জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, ঘটনার কথা আমি শুনেছি। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব দেহ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মোটা মাইনের লোভে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিল বজরুল। সেখানে ছয় মাস কাজ করেও সে ঠিকমতো বেতন পায়নি। সেইজন্যই মাসখানেক আগে দাদু মারা যাবার খবর পেয়েও হাতে টাকা না থাকায় বজরুল বাড়ি ফিরতে পারেনি। বজরুলের বাবা আমিন মল্লিক জানান, গত বুধবার সকালে বজরুল আমায় ফোন করেছিল। ফোনে সে জানিয়েছিল সে বাড়ি আসবে। তার ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে ট্রেনে চাপবে। ওইদিন বিকালেই বজরুলের মৃত্যুর খবর জানিয়ে বাড়িতে ফোন আসে। তারপর থেকে অনেক চেষ্টা করেও বজরুলের কর্মস্থলের আর কারোর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করা যায়নি। এমনকি যে দুই বন্ধুর সঙ্গে বজরুল ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিল তাদের সঙ্গেও কোনোরকম যোগাযোগ করা যায়নি বলে বাবা আমিন মল্লিক জানান। মা সাবিনা বিবির অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে।

মৃত যুবকের কাকা মতিয়ুর মল্লিক জানালেন, পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে বজরুল সবার ছোটো। পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কারণে বজরুলকে ভিনরাজ্যে কাজে যেতে হয়। কিন্তু এমনটা হবে ভাবতে পারেননি।

বৃহস্পতিবার বিকালে বজরুলের বাড়িতে যান খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, বিডিও কমলকান্তি তলাপাত্র, ওসি সুদীপ দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাসবি রায় এবং খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল সভাপতি অপার্থিব ইসলাম। বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ৭ হাজার টাকা এবং পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান বজরুলের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ এদিন জানালেন, মৃতদেহ বাড়িতে ফেরানোর ব্যবস্থা হয়েছে। বজরুলের মৃতদেহ নিয়ে তামিলনাড়ু থেকে অ্যাম্বুলেন্স খণ্ডঘোষের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

টুকরো খবর

মিছিলের অনুমতি বহাল

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। বিজেপির যুব মোর্চাকে শর্তসাপেক্ষে বাইক মিছিলের অনুমতি দিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। মিছিলের উপর নজরদারি চালাতে নিয়োগ করা হল স্পেশাল অফিসার। মিছিলের অনুমতি না দেওয়া প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের যুক্তি শুনে ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, গঙ্গাসাগরের জন্য পুলিশবাহিনী মোতায়েনের কারণ দেখাচ্ছে সরকার। তাহলে রাজ্যের বাকি অংশ কি সেইসময় অসুরক্ষিত থাকবে? স্পেশাল অফিসার হিসেবে থাকবেন রবিশংকর দত্ত। নিয়মভঙ্গ হলে তিনি মিছিল স্থগিতেরও নির্দেশ দিতে পারেন। প্রতিটি জেলার জেলাশাসক একজন করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করবেন স্পেশাল অফিসারকে সাহায্য করার জন্য। প্রতি জেলার এসপি, ডিসিপি বা ডিএসপি পদমর্যাদার একজন অফিসারকেও সাহায্য করতে বলা হয়েছে স্পেশাল অফিসারকে।

দেশপ্রেম দিবস

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ বামফ্রন্ট ও তার সহযোগী দলগুলি আগামী ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালন করবে। বৃহস্পতিবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এখবর জানান। বামফ্রন্ট সরকারের শেষদিকে বামপন্থী দলগুলি একবার নেতাজির জন্মদিনকে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালন করেছিল। বামফ্রন্টের শরিক ফরোয়ার্ড ব্লক অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই ওই দিনটিকে দেশপ্রেম দিবসের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে।

নিরাপত্তার চাদরে মুড়েছে বাউলমেলা প্রাঙ্গণ

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর,১১ জানুয়ারি ঃ রবিবার দুপুরে আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন হবে বীরভূমের ইলামবাজার থানার জয়দেব-কেন্দুলির বাউলমেলার। তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এবার মেলার বেশিরভাগটাই বসছে অজয় নদের চড়ে। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সুধীরকুমার নীলকান্তম জানান, মেলায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ২০টি ওয়াচ টাওয়ার বসেছে। এছাড়াও সাদা পোশাকের পুলিশ, মহিলা পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ারও থাকছে। সবরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বসছে বেশকিছু নজরদারি ক্যামেরা। তাছাড়া পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার জন্য অনেকগুলি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হচ্ছে।

আখড়া তৈরির কাজ চলছে।

জয়দেব-কেন্দুলি আখড়া কমিটির অন্যতম কর্ণধার আপু নায়েক মহারাজ ও সভাপতি পরিতোষ চক্রবর্তী বলেন, এবার মেলায় রেকর্ড সংখ্যক আখড়া বসবে। এবার স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে তিন শতাধিক আখড়া বসছে। যে তিনটি আখড়া নির্মল থাকবে, প্লাস্টিক ফ্রি হবে- সেই তিনটি আখড়াকে পুরস্কৃত করা হবে মেলার শেষদিনে। সরকারিভাবে বিদ্যুৎ, বসার জায়গা, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ায় খুশি সকলে।

দমকল বিভাগের ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার নিতাই চট্টোপাধ্যায় জানান,প্রতিটি আখড়াতেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখার জন্য বলা হয়েছে। ওদের প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণও দিয়ে নিচ্ছেন আমাদের দমকল বিভাগের আধিকারিকরা। দমকলকর্মীরা মেলার তিন-চারদিন ২৪ ঘণ্টা মেলায় উপস্থিত থাকছেন।পোর্টেবল ফায়ার পাম্প ছাড়া উন্নমানের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

তোলাবাজির মামলায় গরহাজির

ম্যাথুর বিরুদ্ধে আদালতের নোটিশ

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ ব্যাংকশাল কোর্টে ম্যাথু স্যামুয়েল গরহাজির থাকায় তাঁর নামে নোটিশ জারি করল আদালত। ওই নোটিশ দিল্লি পুলিশের মাধ্যমে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আগামী ২৯ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

ম্যাথু স্যামুয়েলের বিরুদ্ধে গতবছর কলকাতার মুচিপাড়া থানায় তোলাবাজি নিয়ে একটি এফআইআর দায়ের হয়। বিহারের প্রাক্তন সাংসদ ডিপি যাদবের কাছে তোলা চেয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। ম্যাথু মুচিপাড়া থানার বিরুদ্ধে তদন্তের নামে অকারণে হয়রানির অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি তোলাবাজির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন দাবি করে নার্কো অ্যানালিসিস পরীক্ষার মুখোমুখি হতেও রাজি আছেন বলে হাইকোর্টে আবেদন জানান। হাইকোর্ট মুচিপাড়া থানাকে জানায়, ম্যাথু নার্কো অ্যানালিসিস পরীক্ষায় রাজি থাকলে নিম্ন আদালতে গিয়ে অনুমতি নিতে হবে। সেই অনুযায়ী, মুচিপাড়া থানা ব্যাংকশাল আদালতে নার্কো অ্যানালিসিস পরীক্ষার আবেদন জানায়। ম্যাথুর নার্কো টেস্টে সম্মতি দেওয়ার জন্য আদালতে হাজির থাকার কথা ছিল গত বুধবার। কিন্তু আদালতে গরহাজির ছিলেন ম্যাথু। বিচারক ফের কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য নতুন করে তাঁকে নোটিশ পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

রেল অবরোধে আদ্রা ডিভিশনের ক্ষতি ২৭ কোটি

পুরুলিয়া, ১১ জানুয়ারি ঃ সাম্প্রতিক রেল অবরোধ নিয়ে মুখর হলেন আদ্রা ডিভিশনের রেলকর্তারা। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারের অবস্থানেরও সমালোচনা করলেন তাঁরা। গত সোমবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রেল অবরোধ করে ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টি এবং আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। এদিন একসঙ্গে পুরুলিয়া জেলার তিন জায়গায় রেল অবরোধ করা হয়। এতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশন। সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই ক্ষতির হিসেব দেন আদ্রার ডিআরএম শারদকুমার শ্রীবাস্তব। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া স্টেশনে তিনি বলেন, সেদিন তাঁদের ডিভিশনের মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে পণ্য পরিবহণে ক্ষতির পরিমাণ ২১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে যাত্রী পরিবহণে ক্ষতি হয়েছে ৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। এই রেল রোকো যাতে না হয় তার জন্য সর্বতোভাবে রেলের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল বলে জানান তিনি। ডিআরএম বলেন, এই অবরোধ যে হবে তার যাবতীয় আগাম তথ্য তাঁরা জেলা প্রশাসনকে দেন। যাতে এই অবরোধ না হয় তার জন্য পদক্ষেপ নিতে বারবার অনুরোধ করা হয় পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের। তবু এই অবরোধ আটকানো যায়নি। সেসময় রেল অবরোধ হলেও যাঁরা তা করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান ডিআরএম। আদ্রার অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার ইউবি বিশোয়াল বলেন, ২০০৩ সালের রেলওয়ে আইন অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে। যাঁরা সেদিন ট্রেন চলাচলে বাধা দিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করার কাজ চলছে। সেদিন ক্যামেরা নিয়ে সবার ছবি তোলা হয়েছে। তার সূত্র ধরেই নাম, ঠিকানা বার করে আরপিএফ আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে। সেদিন অবরোধস্থলে দাঁড়িয়ে ট্রেন চালানোর জন্য আরপিএফের তরফেও রেল চালানোর চেষ্টা হয়। অবরোধকারীরা কিছুতেই রেললাইন থেকে সরতে না চাওয়ায় বলপ্রয়োগ করার কথাও ভাবা হয়। কিন্তু অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ কার্যত দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তারা কোনো সহযোগিতাই করেনি আরপিএফের সঙ্গে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য একথা মানা হয়নি। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার জয় বিশ্বাস বলেন, জেলা পুলিশও সমানে অবরোধ তোলার চেষ্টা করে। যার জেরে শেষপর্যন্ত অবরোধ উঠে যায়।

পঞ্চায়েতের কাজে খুশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের কাজে খুশি কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয় নিয়ে রাজ্যের আমলাদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালো কেন্দ্র। আগামী ১৭ জানুয়ারি দিল্লিতে গ্রামোন্নয়ন নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হবে। এতে খুশি দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি যখন তাঁদের সঙ্গে টক্কর দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রর ভূমিকা ইতিবাচক বলেই শাসকদল মনে করে। ১৭ জানুয়ারির বৈঠকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কর্তারা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধি এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকবেন বলে জানা যায়। সেখানে এই রাজ্যের পঞ্চায়েতের সাফল্য তুলে ধরে দেশের অন্য রাজ্যে তা অনুসরণ করার কথা বলা হবে। মূলত স্বচ্ছ অডিট ব্যবস্থা, হিসেব পদ্ধতি, অভিযোগ শোনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্যের সাফল্য কেন্দ্রর নজরে এসেছে।

অর্থ দপ্তরের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে আগামী আর্থিক বছরের পরিকল্পনার খসড়া সব দপ্তরকে দ্রুত প্রস্তুত করতে বলল অর্থ দপ্তর। উন্নয়নের কাজ দ্রুত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ বলে নবান্ন সূত্রে জানা যায়। এই মর্মে সব দপ্তরের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে অর্থ দপ্তর।